ব্যাস-সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বারাণস্যাং সুখাসীনং বেদব্যাসং তপোনিধিম্।
পপ্রচ্ছুর্মুনয়োঽভ্যেত্য ধর্ম্মান্ বর্ণব্যবস্থিতান্॥ ১
স পৃষ্টঃ স্মৃতিমান্ স্মৃত্বা স্মৃতিং বেদার্থগর্ভিতাম্।
উবাচাথ প্রসন্নাত্মা মুনয়ঃ শ্রূয়তামিতি॥ ২
যত্র যত্র স্বভাবেন কৃষ্ণসারো মৃগঃ সদা।
চরতে তত্র বেদোক্তো ধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি॥ ৩
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ ৪
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তধর্ম্মযোগ্যাস্তু নেতরে॥ ৫
শূদ্রো বর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্রস্বধাস্বাহাবষট্কারাদিভির্বিনা॥ ৬

প্রথম অধ্যায়।

বারাণসীক্ষেত্রে তপোধন বেদব্যাস সুখে আসীন রহিয়াছেন, এমন সময় অন্যান্য মুনিগণ, তাঁহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মসমূহ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিশালী সেই বেদব্যাস মুনি, অন্য মুনিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বেদার্থসম্পূর্ণ স্মৃতিসমূহ স্মরণ করত, হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। যে যে স্থলে কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সেই সেই স্থানেই বেদোক্ত ধর্ম্ম ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ সে স্থলীয় লোকেরাই কেবল ধর্ম্ম ব্যবহার করিবে. ম্লেচ্ছাদিদেশে ব্যবহার্য্য নহে। যেথানে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেথানে শ্রুতিকথিত বিধিই বলবান্ এবং যেস্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেস্থলে স্মৃতিকথিত বিধিই বলবান্। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি—দ্বিজশব্দ-প্রতিপাদ্য, এই তিন বর্ণই শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী; অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্রজাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা, বষট্কারাদি-শব্দের উচ্চারণে অধিকারী

বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥ ৭
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ॥ ৮
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালো ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ॥ ৯
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ॥ ১০
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ॥ ১১
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্॥ ১২

নহে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকন্যা তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে, ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে উত্তমজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান,—শূদ্র অপেক্ষা অধম। ব্রাহ্মণকন্যাতে শূদ্রজনিত সন্তান চণ্ডাল জাতি হয় এবং কোন ধর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। চণ্ডাল তিন প্রকার,—(১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান; (২য়) সগোত্রা পত্নীর গর্ভজাত; (৩য়) ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত। বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, কোলজাতি আর যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজজাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়

গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়ানিষ্ক্রমণেঽন্নাশনং বপনক্রিয়া॥ ১৩
কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারম্ভক্রিয়াবিধিঃ।
কেশান্তঃস্নানমুদ্বাহো বিবাহাগ্নিপরিগ্রহঃ॥ ১৪
ত্রেতাগ্নিসংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ॥ ১৫
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রাস্যামন্ত্রতো দশ।
গর্ভাধানং প্রথমতস্তৃতীয়ে মাসি পুংসবঃ॥ ১৬
সীমন্তশ্চাষ্টমে মাসি জাতে জাতক্রিয়া ভবেৎ।
একাদশেঽহ্নি নামার্কস্যেক্ষা মাসি চতুর্থকে॥ ১৭
ষষ্ঠে মাস্যন্নমশ্নীয়াচ্চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতম্।
কৃতচূড়ে চ বালে চ কর্ণবেধো বিধীয়তে॥ ১৮
বিপ্রো গর্ভাষ্টমে বর্ষে ক্ষত্র একাদশে তথা।
দ্বাদশে বৈশ্যজাতিস্তু ব্রতোপনয়মর্হতি॥ ১৯

তস্য প্রাপ্তব্রতস্যায়ং কালঃ স্যাদ্দ্বিগুণাধিকঃ।
বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্যঃ স ব্রাত্যঃ স্তোমমর্হতি॥ ২০
দ্বে জন্মনী দ্বিজাতীনাং মাতুঃ স্যাৎ প্রথমং তয়োঃ।
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুর্গ্রহণাদ্বিধিবদ্গুরোঃ॥ ২১
এবং দ্বিজাতিমাপন্নো বিমুক্তো বাস্যদোষতঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং ভবেদধ্যয়নক্ষমঃ॥ ২২
উপনীতো গুরুকুলে বসেন্নিত্যং সমাহিতঃ।
বিভৃয়াদ্দণ্ডকৌপীনোপবীতাজিনমেখলাঃ॥ ২৩
পুণ্যেঽহ্নি গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ কৃতমন্ত্রাহুতিক্রিয়ঃ।
স্মৃত্বোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীমারভেদ্বেদমাদিতঃ॥ ২৪
শৌচাচারবিচারার্থং ধর্ম্মশাস্ত্রমপি দ্বিজঃ।
পঠেত গুরুতঃ সম্যক্ কর্ম্ম তদ্দিষ্টমাচরেৎ॥ ২৫
ততোঽভিবাদ্য স্থবিরান্ গুরুঞ্চৈব সমাশ্রয়েৎ।
স্বাধ্যায়ার্থং তদা যত্নং সর্ব্বদা হিতমাচরেৎ॥ ২৬
নাপক্ষিপ্তোঽপি ভাষেত ন ব্রজেৎ তাড়িতোঽপি বা।

উহাদিগকে দেখিলে, সূর্য্যদর্শন করিতে হয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, কেশচ্ছেদন, স্নান, বিবাহ, বিবহাগ্নি-পরিগ্রহ (বিবাহকালে হোমার্থ যে অগ্নি জ্বালা হয়, দ্বিজাতিরা আজীবন সে অগ্নি রাখিয়া থাকেন।) এবং ত্রেতাগ্নিসংগ্রহ, (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি এই তিন প্রকার অগ্নি আছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা ঐ অগ্নিত্রয় গ্রহণ করিয়া মৃত্যু-পর্য্যন্ত রক্ষা করেন,) এই ষোড়শটী ব্রাহ্মণের সংস্কার, স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই ষোড়শটী সংস্কার সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, নিরগ্নি ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র দশটী কর্ত্তব্য। জাতকর্ম্ম হইতে কর্ণবেধ পর্য্যন্ত যে নয়টী সংস্কার, তাহাতে স্ত্রীলোকের মন্ত্রপাঠ নাই এবং শূদ্রজাতির বিবাহপর্য্যন্ত দশটি সংস্কারেই মন্ত্রপাঠ নাই, উপনয়নাদি ছয়টী সংস্কার স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতির নাই। গর্ভাধান-সংস্কার পত্নীর আদ্য ঋতুদর্শনেই কর্ত্তব্য। পত্নীর প্রথম গর্ভ প্রকাশ পাইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন কর্ত্তব্য, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ত্তব্য, পুত্র জন্মাইলে ষষ্ঠ দিবসে জাতকর্ম্ম, একাদশ দিবসে নামকরণ। অর্কদর্শন (নিষ্ক্রামণ) সংস্কার চতুর্থ মাসে কর্ত্তব্য। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন। চূড়াকরণ, কুলপ্রথানুসারে তিন বর্ষ হইতে কর্ণবেধ সংস্কারের প্রাক্কালে কর্ত্তব্য। চূড়াকরণের পর কর্ণবেধ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-কুমারের গর্ভাষ্টম-বৎসরে উপনয়ন-সংস্কার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়-বালকের গর্ভৈকাদশ বৎসরে এবং বৈশ্য-বালকের গর্ভদ্বাদশবৎসরে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির যে গর্ভাষ্টমাদি বৎসর উপনয়ন-সংস্কারে নির্দ্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বর্ষ দুই-মাস, ক্ষত্রিয়ের ২১ বর্ষ ২ মাস, বৈশ্যজাতির ত্রয়োবিংশ বৎসর ২ মাস, অতীত হইলে ঐ সকল বালক বেদ-পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত হয়, উহাদিগকে ব্রাত্য কহে। ঐ ব্যক্তি ব্রাত্যস্তোমনামক প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির দুই জন্ম। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে, দ্বিতীয় জন্ম গুরুর নিকট যথাবিধি বেদমাতা গায়ত্রী গ্রহণ হইতে। এইরূপে দ্বিজত্বপ্রাপ্ত, অন্যদোষ-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি, বেদ স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নের যোগ্য হয়। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সমাহিতচিত্তে প্রতিদিন গুরুগৃহে বাস করিবে এবং দণ্ড কৌপীন যজ্ঞোপবীত মৃগচর্ম্ম ও মেখলা নিত্য ধারণ করিবে। পুণ্য-দিবসে গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মন্ত্র দ্বারা আহুতি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রথমে "ওঁকার" এবং গায়ত্রী উচ্চারণ করত বেদপাঠ আরম্ভ করিবে। শৌচ ও আচার জানিবার নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে এবং গুরুর নিকট উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিবে; আর গুরুর হিতজনক কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবে না।১—২৫। তদনন্তর বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া গুরুর আশ্রয় লইবে; অধ্যয়নের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন এবং গুরুর হিতচেষ্টা করিবে। গুরুকর্তৃক তিরস্কৃত হইলেও কোন উত্তর করিবে না, তাড়িত

বিদ্বেষমথ পৈশুন্যং হিংসনঞ্চার্কবীক্ষণম্ ॥ ২৭
তৌর্য্যত্রিকানৃতোন্মাদপরিবাদানলঙ্ক্রিয়াম্।
অঞ্জনোদ্বর্তনাদর্শস্রগ্বিলেপনযোষিতঃ ॥ ২৮
বৃথাটনমসন্তোষং ব্রহ্মচারী বিবর্জ্জয়েৎ।
ঈষচ্চলিতমধ্যাহ্নেঽনুজ্ঞাতো গুরুণা স্বয়ম্ ॥ ২৯
অলোলুপশ্চরেদ্ভৈক্ষং ব্রতিষূত্তমবৃত্তিষু।
সদ্যোভিক্ষান্নমাদায় বিত্তবত্তদুপস্পৃশেৎ ॥ ৩০
কৃতমাধ্যাহ্নিকোঽশ্নীয়াদনুজ্ঞাতো যথাবিধি।
নাদ্যাদেকান্নমুচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বা চাচামিতামিয়াৎ ॥ ৩১
নান্যদ্ভিক্ষিতমাদদ্যাদাপন্নো দ্রবিণাদিকম্।
অনিন্দ্যামন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে পৈত্র্যেঽদ্যাদ্গুরুচোদিতঃ ॥৩২
একান্নমপ্যবিরোধে ব্রতানাং প্রথমাশ্রমী।
ভুক্ত্বা গুরুমুপাসীত কৃত্বা সন্ধুক্ষণাদিকম্ ॥ ৩৩
সমিধোঽগ্নাবাদধীত ততঃ পরিচরেদ্গুরুম্।
শয়ীত গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ প্রহ্বশ্চ প্রথমং গুরোঃ ॥ ৩৪
এবমম্বহমভ্যাসী ব্রহ্মচারী ব্রতং চরেৎ।
হিতোপবাদঃ প্রিয়বাক্ সম্যগ্গুর্ব্বর্থসাধকঃ ॥ ৩৫
নিত্যমারাধয়েদেনমা সমাপ্তেঃ শ্রুতিগ্রহাৎ।
অনেন বিধিনাধীতবেদমন্ত্রো দ্বিজো নয়েৎ ॥ ৩৬
শাপানুগ্রহসামর্থ্যমৃষীণাঞ্চ সলোকতাম্।
পয়োঽমৃতাভ্যাং মধুভিঃ সাজ্যৈঃ প্রীর্ণন্তি দেবতাঃ ॥৩৭
তস্মাদহরহর্ব্বেদমনধ্যায়মৃতে পঠেৎ।
যদঙ্গং তদনধ্যায়ে গুরোর্বচনমাচরন্ ॥ ৩৮
ব্যতিক্রমাদসম্পূর্ণমনহঙ্কৃতিরাচরেৎ।
পরত্রেহ চ তদ্ব্রহ্ম অনধীতমপি দ্বিজম্।
যস্তূপনয়নাদেতদা মৃত্যোর্ব্রতমাচরেৎ ॥ ৩৯
স নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
উপকুর্ব্বাণকো যস্তু দ্বিজঃ ষড়্বিংশবার্ষিকঃ ॥ ৪০
কেশান্তকর্ম্মণা তত্র যথোক্তচরিতব্রতঃ।
সমাপ্য বেদান বেদৌ বা বেদং বা প্রসভং দ্বিজঃ।
স্নায়ীত গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ প্রবৃত্তোদিতদক্ষিণঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

হইলেও স্থানান্তরে গমন করিবে না। বিদ্বেষ, পৈশুন্য (খলতা), হিংসা, (অকারণ) সূর্য্যদর্শন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, উন্মত্ততা, পরনিন্দা, শারীরিক শোভাসম্পাদন, চক্ষে কজ্জলধারণ, গন্ধদ্রব্যাদির অনুলেপন, আদর্শে দেহাবলোকন, মাল্যধারণ, চন্দনলেপন, স্ত্রীসহবাস, বৃথাপর্য্যটন, অসন্তোষ-প্রকাশ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, এ সকল ত্যাগ করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকাল কিঞ্চিৎ অতিবাহিত হইলে, গুরুর আজ্ঞা লইয়া আলোলুপচিত্তে সদ্-বৃত্তি ও নিয়মীদিগের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ধনতুল্য জ্ঞানে গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে ভিক্ষাদ্রব্য যথা-নিয়মে ভোজন করিবে; কেবল অন্ন (ব্যঞ্জনাদি রহিত) কিংবা উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। ভোজনান্তে আচমন করিবে। আপদ্গ্রস্ত হইলেও ভিক্ষাদ্রব্য ব্যতীত ধনাদি গ্র[illegible]ণ করা নিষিদ্ধ; এবং অনিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে ভোজন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্রতে অনিষিদ্ধ যে একান্ন, তাহা ভোজন করিয়া গুরুর সেবা করিবে। অগ্রে যজ্ঞীয়াগ্নিতে সমিধ আধান করিবে, তদনন্তর গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। (রাত্রিকালে) গুরুর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গুরুর পূর্ব্বে অবনত শরীরে শয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবে; বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি পর্য্যন্ত গুরুর হিতকারী, প্রিয়-বক্তা সম্যক্রূপে গুরুর অর্থসাধক হইয়া প্রত্যহ গুরুর আরাধনা করিবে। এই সকল নিয়ম অব-লম্বন করিয়া বেদ এবং মন্ত্র অধ্যয়ন করিলে পর ঐ (ব্রহ্মচারী) দ্বিজ শাপ-প্রদানে ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হন এবং ঋষিগণের সলোকতা অর্থাৎ স্বর্গাদি পাইতে পারেন। দুগ্ধ,সুধা, মধু এবং ঘৃত দ্বারা দেবগণ প্রীত হন। সেই হেতু অনধ্যায় তিথি ব্যতিরেকে প্রতিদিন বেদ পাঠ করিবে। গুরুবাক্য অবলম্বন করিয়া অনধ্যায়-দিবসে বেদের যে সকল অঙ্গ, তাহা পাঠ করিবে। গুরুবচন-লঙ্ঘনে বেদাধ্যয়ন ফলজনক হয় না। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া গুরুবচনানুসারে কার্য্য করিবে। সেই বেদ, অল্পাধ্যয়নসম্পন্ন দ্বিজেরও ইহ-পরলোকে উপকারী। যে দ্বিজ উপনয়নের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ব্রত অবলম্বন করে, সেই নৈষ্টিক-ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হন। যে দ্বিজ ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ এই ব্রত অবলম্বন করে, সে, উপকুর্ব্বাণক; ব্রতাচরণ করিয়া কেশান্ত কর্ম্ম করিবে, এইরূপে বেদ সকল বা বেদসমাপ্তি করিয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণা দিয়া স্নান করিবে। ২৬—৪১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবং স্নাতকতাং প্রাপ্তো দ্বিতীয়াশ্রমকাঙ্ক্ষয়া।
প্রতীক্ষেত বিবাহার্থমনিন্দ্যান্বয়সম্ভবাম্॥ ১
অরোগাদুষ্টবংশোত্থামশুল্কদানদূষিতাম্।
সবর্ণামসমানার্ষামমাতৃপিতৃগোত্রজাম্॥ ২
অনন্যপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংযুতাম্।
ধৃতাধোবসনাং গৌরীং বিখ্যাতদশপূরুষাম্॥ ৩
খ্যাতনাম্নঃ পুত্রবতঃ সদাচারবতঃ সতঃ।
দাতুমিচ্ছোর্দুহিতরং প্রাপ্য ধর্ম্মেণ চোদ্বহেৎ॥ ৪
ব্রাহ্মোদ্বাহবিধানেন তদভাবে পরো বিধিঃ।
দাতব্যৈষা সদৃক্ষায় বয়োবিদ্যান্বয়াদিভিঃ॥ ৫
পিতৃবৎ পিতৃভ্রাতৃষু পিতৃব্যজ্ঞাতিমাতৃষু।
পূর্ব্বাভাবে পরো দদ্যাৎ সর্ব্বাভাবে স্বয়ং ব্রজেৎ॥ ৬
যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতঃ স্যাৎ তদপ্রদঃ॥ ৭
তুভ্যং দাস্যাম্যহমিতি গ্রহীষ্যামীতি যস্তয়োঃ।
কৃত্বা সময়মন্যোন্যং ভজতে ন স দণ্ডভাক্॥ ৮
ত্যজন্নদুষ্টাং দণ্ড্যঃ স্যাদ্দূষয়ংশ্চাপ্যদূষিতাম্॥ ৯
ঊঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ ১০
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥ ১১
নানাবর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
ধর্ম্ম্যা ধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য স্বজাতিষু॥ ১২
পাটিতোঽয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ॥ ১৩
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়তেত্যপি শ্রুতিঃ॥ ১৪
গুর্ব্বোঢ়া ভুক্তিবর্গস্য বোঢ়ুং নান্যেন শক্যতে।
যতস্ততোঽন্বহং ভুত্বা স্ববশো বিভৃয়াচ্চ তাম্॥ ১৫
কৃতদারোঽগ্নিপত্নীভ্যাং কৃতবেশ্মা গৃহং বসেৎ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এবং প্রকারে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে অবভৃথস্নান-সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম-অভিলাষী দ্বিজ, অনিন্দনীয় বংশজাতকন্যা বিবাহ-নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। যে বংশে (সংক্রামক) রোগ অথবা কোন দোষ নাই, তাদৃশ বংশজাতা, পণ-গ্রহণ-দোষে অদূষিতা, সবর্ণা, অসমানপ্রবরা, মাতৃ-সপিণ্ডভিন্না, পিতৃসপিণ্ডভিন্না, অনন্য-পূর্ব্বা, ক্ষীণাঙ্গী, মঙ্গলদায়িকা, লক্ষ্মণসংযুক্তা, ক্ষৌমাদিবস্ত্রাবৃতা, গৌরী (সুন্দরী অথবা অষ্টবর্ষীয়া,) যে কন্যার পিতৃপিতামহাদি দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাতনামা ছিলেন, তাদৃশ বংশসম্ভূতা এবং খ্যাতনামা অর্থাৎ কীর্ত্তিযুক্তপুত্রবান্, সদাচারবিশিষ্ট পণ্ডিত এবং কন্যাদানে অভিলাষী যে পুরুষ তাঁহার কন্যা উপ-স্থিত হইলে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্ম-বিবাহবিধি-অনুসারে তদভাবে অন্য বিধি অবলম্বন করিয়া বয়োবিদ্যা-বংশাদিতে তুল্য এমন যে পাত্র, তাহাকে কন্যা প্রদান করিবে। পিতা পিতামহ ভ্রাতা পিতৃব্য জ্ঞাতি এবং মাতা কন্যাদানে অধি-কারী। পূর্ব্ব-পূর্ব্বের অভাব হইলে পর-পর উক্ত দাতৃবর্গমধ্যে যে থাকিবে, সেই কন্যা প্রদান করিবে। এ সকল ব্যক্তির অভাব হইলে কন্যা স্বয়ংই বিবাহ করিতে পারে। যদ্যপি কন্যা দাতার অনবধানতা বশতঃ অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাতক হয়। ঋতুকালের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কন্যাদান না করে, সে পতিত হয়। তোমাকে আমি এই কন্যা দিলাম, এইরূপ দাতা এবং আমি এ কন্যা গ্রহণ করিলাম গ্রহীতাও এই-রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দান ও গ্রহণ করিলে পর দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়ের কেহই দণ্ডার্হ হয় না। দোষরহিত কন্যাকে ত্যাগ করিলে পর এবং দোষশূন্যা কন্যাকে দূষিত করিলে পর দণ্ডার্হ হইতে হয়। সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্য-বর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু নীচবর্ণ উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। সকল বর্ণা ভার্য্যা থাকিলেও সবর্ণা ভার্য্যা সহধর্ম্মচারিণী হইবে, সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধর্ম্মত্যাগ করে না, ধর্ম্ম-বিষয়ে অনুরাগবতী সে-ই তাহার জ্যেষ্ঠা। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এক দেহ দুইভাগ করেন;—পূর্ব্বার্দ্ধভাগ দ্বারা পতিগণ হয়, অপরার্দ্ধভাগ দ্বারা পত্নীগণ হয়, ইহা শ্রুতিতে প্রমাণ আছে। পুরুষ যে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ করিতে না পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকে। কৃতদার হইয়া পুরুষ গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অগ্নি এবং পত্নীর সহিত গৃহস্থাশ্রমে

স্বকৃত্যং বিত্তমাসাদ্য বৈতানাগ্নিং ন হাপয়েৎ॥ ১৬
স্মার্ত্তং বৈবাহিকে বহ্নৌ শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু।
কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রতিদিবং বিধিবৎ প্রীতিপূর্ব্বতঃ॥ ১৭
সম্যগ্ধর্ম্মার্থকামেষু দম্পতিভ্যামহর্নিশম্।
একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রতবৃত্তিতঃ॥ ১৮
ন পৃথগ্বিদ্যতে স্ত্রীণাং ত্রিবর্গবিধিসাধনম্।
ভাবতো হ্যতিদেশাদ্বা ইতি শাস্ত্রবিধিঃ পরঃ॥ ১৮
পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ।
উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্॥ ২০
মার্জ্জনৈর্লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং স্বমঙ্গনম্।
শোধয়েদগ্নিকার্য্যাণি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেন বারিণা॥ ২১
প্রোক্ষণৈরিতি তান্যেব যথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ।
দ্বন্দ্বপাত্রাণি সর্ব্বাণি ন কদাচিদ্বিযোজয়েৎ॥ ২২
শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ।
মহানসস্থ পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বথা॥ ২৩
মৃদ্ভিশ্চ শোধয়েচ্চুল্লীং তত্রাগ্নিং বিন্যসেত্ততঃ।
স্মৃত্বা নিয়োগপাত্রাণি রসাংশ্চ দ্রবিণানি চ॥ ২৪
কৃতপূর্ব্বাহ্ণকার্য্যা চ স্বগুরূনভিবাদয়েৎ।
তাভ্যাং ভর্ত্তৃপিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ॥
বস্ত্রালঙ্কাররত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারয়েৎ।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥ ২৬
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥ ২৭
ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদেবকৃতৈরন্নৈর্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ॥ ২৮
পতিঞ্চৈতদনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমন্বাদ্যমাত্মনা।
ভুক্ত্বা নয়েদহঃশেষমায়ব্যয়বিচিন্তয়া॥ ২৯
পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ।
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্॥ ৩০
নাতিতৃপ্তা স্বয়ং ভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ।

বাস করিবে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে ধন লাভ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য ও বৈতানাগ্নি ত্যাগ করিবে না। বৈবাহিক যে অগ্নি, তাহাতে স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মসমূহ, যজ্ঞকালীনাগ্নিতে শ্রুত্যুক্ত কর্ম্ম-সমূহ প্রতিদিন প্রীতিপূর্ব্বক বিদ্যানুসারে করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কামবিষয়ে দিবারাত্রকাল স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণভাবে একচিত্ত হইবে এবং সমানব্রত ও জীবিকা বিষয়ে একচিত্ত হইবে। স্ত্রীলোক-দিগের ত্রিবর্গবিধিসাধন অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-প্রদায়ক অনুষ্ঠান স্বামী হইতে পৃথক্ নাই; রাগতঃ (অনুরাগাধীন বা অতিদেশবশতঃ) এইরূপ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রধান বিধি আছে। পত্নী পতির পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া দেহশুদ্ধি—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত ও রৌদ্র-মুহূর্ত্ত-বিহিত নিয়মানুসারে বিণ্মূত্রত্যাগাদি-সমা-পনান্তে শয্যাদি উঠাইয়া শয়নগৃহ পরিষ্কার করিবে। তদনন্তর, সেই পতিব্রতা স্ত্রী হোমগৃহে গমন করিয়া মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা শুদ্ধ করিবে; তদনন্তর স্বীয় অঙ্গন সংস্কার করিবে। তদনন্তর অগ্নিকার্য্যো-পযুক্ত সস্নেহ পাত্র সকল উষ্ণবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া যথাস্থানে রাখিবে। যুগ্মপাত্র সকল কদাচিৎ বিযুক্ত করিবে না। শিলাপুত্রের সহিত শিলা পট্টকে একত্র করিয়া রাখিবে। (সমুদ্গক পাত্র পিধান পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, পাদুকা দ্বয় একস্থানে রাখিবে ইত্যাদি।) তণ্ডুলাদি পাত্র শোধন করিয়া তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয় ভোজনপাত্রাদি সমস্ত বহির্গত করিয়া প্রক্ষালন দ্বারা শোধন করিবে। মৃত্তিকা দ্বারা চুল্লী শোধন করিয়া সেই চুল্লীতে অগ্নিসংযুক্ত করিবে।১—২৪। এইরূপে পূর্ব্বাহ্ণ-কার্য্য সমাপনান্তে গুরুজন (শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতি) অভিবাদন করিবে। তদনন্তর, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, ভর্ত্তা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং বান্ধবগণপ্রদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে। সেই পতিব্রতা স্ত্রী, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া মন, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ স্বভাব প্রকাশপূর্ব্বক ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা থাকিয়া নির্ম্মলচরিত্রা সখীর ন্যায় স্বামীর হিতচেষ্টা ও স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন বিষয়ে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তদনন্তর অন্নাদি পাক করিয়া (পাক সমাপন হইয়াছে) ইহা পতিকে জ্ঞাত করিবে। (পতি) বৈশ্বদেবাদি কার্য্য (বলিবৈশ্ব) সমাপন করিলে পর সেই অন্ন দ্বারা ভোজনীয়গণ (বালক বালিকা প্রভৃতিকে) ভোজন করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে। স্বামী অনুজ্ঞা করিলে পর, অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্বয়ং ভোজন করিয়া আয় এবং ব্যয়ের চিন্তা দ্বারা দিবার শেষভাগ যাপন করিবে। পুনর্ব্বার সায়ংকালে এ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে গৃহশুদ্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাধ্বী স্ত্রী পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে এবং নিজেও অনতিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করিয়া গৃহনীতি (সায়ংকর্ত্তব্য দীপালোকপ্রদান শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি

আস্তীর্য্য সাধু শয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিম্ ॥ ৩১
সুপ্তে পতৌ তদভ্যাসে স্বপেত্তদ্গতমানসা।
অনগ্না চাপ্রমত্তা চ নিষ্কামা চ জিতেন্দ্রিয়া ॥ ৩২
নোচ্চৈর্ব্বদেন্ন পরুষং ন বহুন্ পত্যুরপ্রিয়ম্।
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী ॥ ৩৩
ন চাতিব্যয়শীলা স্যান্ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যাবঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্ ॥ ৩৪
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্যসাহসস্তেয়দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫
এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতম্।
যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাম্ ॥ ৩৬
যোষিতো নিত্যকর্ম্মোক্তং নৈমিত্তিকমথোচ্যতে।
রাজোদর্শনতো দোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ ॥ ৩৭
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তর্গৃহে বসেৎ।
একাম্বরাবৃতা দীনা স্নানালঙ্কারবর্জ্জিতা ॥ ৩৮
মৌনিন্যধোমুখী চক্ষুঃপাণিপদ্ভিরচঞ্চলা।
অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃন্ময়ভাজনে ॥ ৩৯
স্বপেদ্ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহস্ত্রয়ম্।
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচৈলমুদিতে রবৌ ॥ ৪০
বিলোক্য ভর্ত্তুর্ব্বদনং শুদ্ধা ভবতি ধর্ম্মতঃ।
কৃতশৌচা পুনঃ কর্ম্ম পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪১
রজোদর্শনতো যাঃ স্যু রাত্রয়ঃ ষোড়শর্ত্তবঃ।
ততঃ পুংবীজমক্লিষ্টং শুদ্ধে ক্ষেত্রে প্ররোহতি ॥ ৪২
চতস্রশ্চাদিমা রাত্রীঃ পর্ব্ববচ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গচ্ছেদযুগ্মাসু রাত্রীষু পৌঞ্চপিত্রর্ক্ষরাক্ষসান্ ॥ ৪৩
প্রচ্ছাদিতাদিত্যপথে পুনান গচ্ছেৎ স্বযোষিতঃ।
ক্ষৌমালঙ্কদবাপ্নোতি পুত্রং পূজিতলক্ষণম্ ॥ ৪৩
ঋতুকালেঽভিগম্যৈবং ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ।
গচ্ছন্নপি যথাকামং ন দুষ্টঃ স্যাদনন্যকৃৎ ॥ ৪৫

গৃহস্থকর্ত্তব্য নীতি) সম্পন্ন করিয়া উত্তম শয্যা প্রস্তুত-করণান্তে স্বামিশুশ্রূষা করিবে। পতি নিদ্রিত হইলে পতিগতচিত্তা অর্থাৎ অন্য পুরুষ-লালসা শূন্য হইয়া পতির নিকটে নিদ্রিতা হইবে। (নিদ্রাকালে) নগ্না (উলঙ্গিনী) হইবে না, সাবধানা থাকিবে (চোরাদি আসিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে না পারে), অত্যন্ত কামাসক্তা না হইয়া ইন্দ্রিয়জয় করিয়া থাকিবে। উচ্চ করিয়া কথা কহিবে না, কটূক্তি করিবে না। অতিরিক্ত কথা কহিবে না, পতির অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না এবং অপলাপ ও বিলাপ ত্যাগ করিবে। অত্যন্ত ব্যয়শীলা হইবে না এবং ধর্ম্ম-অর্থ-বিরোধিনী হইবে না। পতি ধর্ম্মকার্য্য কি অর্থ সাধন করিতে উদ্যত হইলে, তাহাতে প্রতিকূলাচরণ করিবে না। প্রমাদ (অনবধানতা), উন্মাদ (চিত্ত-চাঞ্চল্য), রোষ (ক্রোধ), ঈর্ষা (পরগুণে দোষাবিষ্কার), বঞ্চন (লোককে ঠকান), অভিমানিতা (অত্যন্ত অভিমান—আমার স্বামী এবং পুত্র রূপবান্, গুণবান্, এইরূপ গর্ব্ব প্রকাশ), পৈশুন্য (খলতা), হিংসা (প্রাণিবধ), বিদ্বেষ (সপত্ন্যাদির প্রতি বিদ্বেষভাব), অত্যন্ত অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য (দেবতা ও পরলোক নাই এবং দেবতাদি পূজা ব্যর্থ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ), সাহস (নির্ভীকতা), অসন্তোষ এবং দম্ভ (কপটতা) এই পঞ্চদশ প্রকার দোষজনক কার্য্য সাধ্বী স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে পরম দেবতা যে পতি, তাঁহাকে সেবা করিলে, ইহলোকে কীর্ত্তি এবং মঙ্গল ও পরকালে যে লোকে পতি বাস করিবে, সেই লোক প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ নিত্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের নৈমিত্তিক কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে এ সকল ত্যাগ করিবে, হঠাৎ কেহ দেখিতে না পায়, লজ্জাবতী হইয়া এইরূপ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে, একবস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান এবং অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনার ন্যায় বাক্যালাপশূন্য হইয়া চক্ষু, হস্ত এবং চরণের চাঞ্চল্য প্রকাশ না থাকে এবম্প্রকারে অবস্থিতি করিবে। রাত্রিকালে কেবলমাত্র অন্ন মৃন্ময়পাত্রে ভোজন করিবে। অপ্রমত্তা হইয়া এইরূপে ত্রিরাত্র যাপনান্তে চতুর্থ দিবসে সূর্য্যোদয়ের পর বস্ত্রাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ভর্ত্তার বদন দর্শনান্তে ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ হইবে। শৌচজনক কার্য্য সমস্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিতে পারিবে। রজোদর্শনদিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল। ঐ সকল দিন মধ্যে শুদ্ধ ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত যে পুংবীজ তাহা অঙ্কুরিত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল দিনমধ্যে নিক্ষিপ্ত বীজ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি হয়। যেরূপ পর্ব্ব দিবসে গমন করা নিষিদ্ধ, সেইরূপ প্রথম চারি রাত্রি গমন করিবে না। যুগ্ম রাত্রিতেই গমন করিবে। রাত্রিকালে পুরুষ স্বীয় পত্নী গমন করিলে শুভ লক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারেই স্বস্ত্রীতে অভিগত হইলে, তাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না, অনন্যকার্য্য হইয়া ঋতু

ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি ঋতৌ ভার্য্যাপরাঙ্মুখঃ।
সা ত্ববাপ্যান্যতো গর্ভং ত্যাজ্যা ভবতি পাপিনী ॥ ৪৬
মহাপাতকদুষ্টা চ পতিগর্ভবিনাশিনী।
সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ ॥ ৪৭
মহাপাতকদুষ্টোহপি নাপ্রতীক্ষ্যাস্তয়া পতিঃ।
অশুদ্ধেঃ ক্ষয়মাদুরং স্থিতায়ামনু চিন্তয়া ॥ ৪৮
ব্যভিচারেণ দুষ্টানাং পত্নীনাং দর্শনাদৃতে।
ধিক্কৃতায়ামবাচ্যায়ামন্যত্র বাসয়েৎ পতিঃ ॥ ৪৯
পুনস্তামার্ত্তবস্নাতাং পূর্ব্ববদ্ব্যবহারয়েৎ।
ধূর্ত্তাঞ্চ ধর্ম্মকামঘ্নীমপুত্রাং দীর্ঘরোগিণীম্ ॥ ৫০
সুদুষ্টাং ব্যসনাসক্তামহিতামধিবাসয়েৎ।
অধিবিন্নামপি বিভুঃ স্ত্রীণান্তু সমতামিয়াৎ ॥ ৫১
বিবর্ণা দীনবদনা দেহসংস্কারবর্জ্জিতা।
পতিব্রতা নিরাহারা শোচ্যতে প্রোষিতে পতৌ ॥ ৫২
মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তী চেত্ত্যক্তকেশা তপসা শোধয়েদ্বপুঃ ॥ ৫৩
সর্ব্বাবস্থাসু নারীণাং ন যুক্তং স্যাদরক্ষণম্।
তদেবানুক্রমাৎ কার্য্যং পিতৃভর্ত্তৃসুতাদিভিঃ ॥ ৫৪
জাতাঃ সুরক্ষিতা যা যে পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকাঃ।
যে যজন্তি পিতৄন্ যজ্ঞৈর্মোক্ষপ্রাপ্তমহোদয়ৈঃ ॥ ৫৫
দাহয়েদবিলম্বেন ভার্য্যাঞ্চাত্র ব্রজেত সা ॥ ৫৬

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

কালে স্বপত্নীতে যথাভিলষিত গমন করিয়াও কোন দোষভাগী হইবে না। ঋতুকালে যদি পুরুষ স্বপত্নী-গমনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাপী হইবেন; কোন ঋতুমতী স্ত্রী যদি অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করায়, সেই পাপীয়সী পতির ত্যাজ্যা হইবে। যদি কোন স্ত্রী পতিকৃত গর্ভ বিনষ্ট করে, সে মহাপাতক পাপে লিপ্তা হইবে। যদি কোন পুরুষ বিনা দোষে সচ্চরিত্রা পত্নী পরিত্যাগ করে, তবে ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে। পতি মহাপাতকাদি পাপযুক্ত হইলেও সাধ্বী স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। ব্যভিচারিণী পত্নীদিগের মুখদর্শন ত্যাগ করিয়া ধিক্কারপূর্ব্বক সেই নিন্দনীয়াকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিবে। পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামী প্রবাসে থাকিলে দীনভাবে থাকিবে। মৃত ভর্ত্তার সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিবে অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবে। নারীগণ কোন সময়েই অরক্ষিত থাকিবে না; অতএব ক্রমে পিত্রাদি তাহার রক্ষা করিবে।
ঐরূপ ভার্য্যাকে দাহ করাইবে, ভার্য্যা যাযজুক স্বামীর সালোক্য লাভ করিবে। ২৫—৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যমিতি কর্ম্ম ত্রিধা মতম্।
ত্রিবিধং তচ্চ বক্ষ্যামি গৃহস্থস্যাবধার্য্যতাম্ ॥ ১
যামিন্যাঃ পশ্চিমে যামে ত্যক্তনিদ্রো হরিং স্মরেৎ।
আলোক্য মঙ্গলদ্রব্যং কর্ম্মাবশ্যকমাচরেৎ ॥ ২
কৃতশৌচো নিষেব্যাগ্নিং দন্তান্ প্রক্ষাল্য বারিণা।
স্নাত্বোপাস্য দ্বিজঃ সন্ধ্যাং দেবাদীংশ্চৈব তর্পয়েৎ ॥ ৩
বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রাণি ইতিহাসানি চাভ্যসেৎ।
অধ্যাপয়েচ্চ সচ্ছিষ্যান্ সদ্বিপ্রাংশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪
অলব্ধং প্রাপয়েল্লব্ধা ক্ষণমাত্রে সমাপয়েৎ।
সমর্থো হি সমর্থেন নাবিজ্ঞাতঃ ক্বচিদ্বসেৎ ॥ ৫
সরিৎসরসি বাপীষু গর্ত্তপ্রস্রবণাদিষু।
স্নায়ীত যাবদুদ্ধৃত্য পঞ্চ পিণ্ডানি বারিণা ॥ ৬
তীর্থাভাবেহপ্যশক্ত্যা বা স্নায়াৎ তোয়ৈঃ সমাহৃতৈঃ।
গৃহাঙ্গনগতস্তত্র যাবদম্বরপীড়নম্ ॥ ৭
স্নানমব্দৈবতৈঃ কুর্য্যাৎ পাবনৈশ্চাপি মার্জ্জনম্।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই তিন প্রকার কর্ম্ম জানিবে। সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম বলিতেছি; হে ঋষিগণ! আপনারা অবধারণ করুন। যামিনীর শেষ প্রহরে নিদ্রাত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মা মুরারিঃ) ইত্যাদি দেবগণের নাম স্মরণ করিবে। তদনন্তর মঙ্গল দ্রব্য দর্শন করিয়া আবশ্যক কার্য্য করিবে। তৎপরে শৌচক্রিয়া অগ্নিসেবন করিবে। তদনন্তর জলাদি দ্বারা দন্তধাবন করিয়া, দ্বিজগণ স্নান সমাপনান্তে, সন্ধ্যাবন্দন, তদন্তে দেবাদিক্রমে তর্পণ করিয়া বেদ, বেদাঙ্গ এবং ইতিহাস শাস্ত্র অভ্যাস করিবে। তদনন্তর, বিপ্রবংশোদ্ভূত সৎশিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইবে। নদী সরোবর দীর্ঘিকা ক্ষুদ্রগর্ত্ত প্রস্রবণাদি জলে (পরকীয় কৃত্রিম জলাশয়ে) পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিয়া (অবগাহনপূর্ব্বক) স্নান করিবে। তীর্থের অপ্রাপ্তি কিংবা অবগাহনে অক্ষম হইলে উদ্ধৃত জল দ্বারা গৃহস্থের অঙ্গনে বসিয়া যে পর্য্যন্ত বস্ত্রপীড়ন হয়, এইরূপে স্নান করিবে। তদনন্তর অব্দৈবত অর্থাৎ আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি

মন্ত্রৈঃ প্রাণাংস্ত্রিরায়ম্য সৌরৈশ্চার্কং বিলোকয়েৎ ॥ ৮
তিষ্ঠন্ স্থিত্বা তু গায়ত্রীং ততঃ স্বাধ্যায়মারভেৎ ।
ঋচাঞ্চ যজুষাং সাম্নামথর্ব্বাঙ্গিরসামপি ॥ ৯
ইতিহাসপুরাণানাং বেদোপনিষদাং দ্বিজঃ ।
শক্ত্যা সম্যক্ পঠেন্নিত্যমল্পমপ্যা সমাপনাৎ । ১০
স যজ্ঞদানতপসামখিলং ফলমাপ্নুয়াৎ ।
তস্মাদহরহর্ব্বেদং দ্বিজোঽধীয়ীত বাগ্‌যতঃ ॥ ১১
ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসাদি সর্ব্বেষাং শক্তিতঃ পঠেৎ ।
কৃতস্বাধ্যায়ঃ প্রথমং তর্পয়েচ্চাথ দেবতাঃ ॥ ১২
জান্বা চ দক্ষিণং দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ সযবৈস্তিলৈঃ ।
একৈকাঞ্জলিদানেন প্রকৃতিস্থোপবীতকঃ ॥ ১৩
সমজানুদ্বয়ো ব্রহ্মসূত্রহার উদঙ্মুখঃ ।
তির্য্যগ দর্ভৈশ্চ বামাগ্রৈর্যবৈস্তিলাবমিশ্রিতৈঃ ১৪
অম্ভোভিরুত্তরক্ষিপ্তৈঃ কনিষ্ঠামূলনির্গতৈঃ ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামঞ্জলিভ্যাং মনুষ্যা স্তর্পয়েত্ততঃ ॥ ১৫
দক্ষিণাভিমুখঃ সব্য জান্বা চ দ্বিগুণৈঃ কুশৈঃ ।
তিলৈর্জ্জলৈশ্চ দেশিন্যা মূলদভাদ্বিনিঃসৃতৈঃ ॥ ১৬
দক্ষিণাংসোপবীতঃ স্যাৎ ক্রমেণাঞ্জলিভিস্ত্রিভিঃ ।
সন্তর্পয়েদ্দিব্যপিতৃ স্তৎপরাংশ্চ পিতৄন্ স্বকান্ ॥ ১৭
মাতৃমাতামহাংস্তদ্বৎস্ত্রীনেবং হি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ।
মাতামহাশ্চ যেঽপ্যন্যে গোত্রিণো দাহবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৮
তানেকাঞ্জলিদানেন তর্পয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
অসংস্কৃত প্রমীতা যে প্রেতসংস্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯
বস্ত্রনিষ্পীড়নাম্ভোভিস্তেষামাপ্যায়নং ভবেৎ ।
অতর্পিতেষু পিতৃষু বস্ত্রং নিষ্পীড়য়েচ্চ যঃ ।
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি সুরমানুষৈঃ ॥ ২০
পয়োদর্ভস্বধাকারগোত্রনামতিলৈর্ভবেৎ ॥ ২১
সুদত্তং তৎ পুনস্তেষামেকেনাপি বৃথা বিনা
অন্যচিত্তেন যদ্দত্তং যদ্দত্তং বিধিবর্জ্জিতম্ ॥ ২২
অনাসনস্থিতেনাপি তজ্জলং রুধিরায়তে ।
এবং সন্তর্পিতাঃ কামৈস্তর্পকাংস্তর্পয়ন্তি চ ॥ ২৩

তিন দ্রুপদাদিব ইত্যাদ্যন্ত পবিত্রকারক মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন স্নান সমাপনান্তে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সূর্য্যোপস্থানবিহিত মন্ত্র দ্বারা অর্কদর্শন অর্থাৎ সূর্য্যোপস্থান করিবে। তদনন্তর দ্বিজগণ গায়ত্রী উপাসনা অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করিয়া স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) আরব্ধ করিবে। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া ইতিহাস, পুরাণ, বেদের উপনিষদ্‌সমূহ, সমর্থ হইলে সম্যক্‌রূপে অসমর্থ হইলে অল্প অর্থাৎ কিয়দংশ গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্ত প্রতিদিন (অশৌচাদি শূন্যকালে) পাঠ করিবে। যে দ্বিজ এই সমস্ত নিয়মিত কার্য্য নিত্য করে, সে দ্বিজ যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত দ্বিজগণ বাগ্‌যত হইয়া প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করিবে। সমর্থ হইলে সমস্তধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসও নিত্য পাঠ করিবে। বেদাধ্যয়ন করিয়া অগ্রে দেবতর্পণ করিবে। তদ্বিষয়ে নিয়ম এইরূপ, পূর্ব্বমুখ হইয়া দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া পূর্ব্বাগ্রদর্ভ লইয়া যবযুক্ত তিল দ্বারা স্বাভাবিকরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দেবগণকে, 'দেবা যক্ষা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক একৈকাঞ্জলি দান করিবে। সমজানুদ্বয় হইয়া অর্থাৎ জানুদ্বয় পাতিত করিয়া হারবৎ যজ্ঞোপবীতধারী ও উত্তরমুখ হওত তির্য্যগ্‌ভাবে ধৃত দর্ভ দ্বারা তিল ও যব-মিশ্রিত কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূল হইতে উত্তরভাগে প্রক্ষিপ্ত জল লইয়া মনুষ্যগণকে দুই দুই অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর দক্ষিণামুখ হইয়া বামজানু পাতিত করিয়া দ্বিগুণ কুশ দ্বারা কেবল তিলমিশ্রিত তর্জ্জনীঅঙ্গুলির মূলদেশ হইতে নিঃসৃত জল লইয়া দক্ষিণ স্কন্ধোপরি উপবীতধারী হওত তিন তিন অঞ্জলি প্রদান এবং ক্রমে ক্রমে আপনার স্বর্গীয় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ-তর্পণ করিবে। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, পিতামহী এবং প্রপিতামহীদিগকেও পূর্ব্ববৎ তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহীর বংশীয় হউন কিংবা সগোত্রজ হউন, যাঁহারা দাহবর্জ্জিত হইয়াছেন, উঁহাদিগকে এক এক অঞ্জলি প্রদান দ্বারা তর্পণ করিবে। যাহারা অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার না হইয়া মরিয়াছে ও যাহাদিগের দাহাদি ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য হয় নাই, ঐ সকল ব্যক্তিগণের তৃপ্তির নিমিত্ত 'যে চাস্মাকং কুলে জাতা' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র-নিষ্পীড়িত জল প্রদান করিবে। পিত্রাদিতর্পণ না করিয়া যে নিষ্পীড়ন করে, দেবতা ও সনকাদি মানুষগণের সহিত তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া যায়। ১—২০। জল, দর্ভ, স্বধা (পিতৃ উদ্দেশে ত্যাগবোধক শব্দ), গোত্রোল্লেখ, নামোল্লেখ এবং তিল দ্বারা তর্পণ করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তিজনক হইবে, সকলের মধ্যে একটীরও অসদ্ভাব হইলে তর্পণ করা বৃথা হইবে। অন্যমনস্ক হইয়া কিংবা শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন করিয়া অথবা আসনশূন্য স্থানে বসিয়া তর্পণ করিলে ঐ জল রুধির-স্বরূপ হইবে। উক্ত

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিত্যমিত্রাবরুণনামভিঃ।
পূজয়েল্লক্ষিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্জলমন্ত্রোক্তদেবতাঃ ॥ ২৪
উপস্থায় রবেঃ কাষ্ঠাং পূজয়িত্বা চ দেবতাঃ।
ব্রহ্মাগ্নীন্দ্রৌষধীজীববিষ্ণুনামহতাংহসাম্ ॥ ২৫
অপাং যত্তেতি সংকাম্যং নমস্কারৈঃ সনামভিঃ।
কৃত্বা মুখং সমালভ্য স্নানমেবং সমাচরেৎ ॥ ২৬
ততঃ প্রবিশ্য ভবনমাবসথ্যে হুতাশনে।
পাকযজ্ঞাংশ্চ চতুরো বিদধ্যাদ্বিধিবদ্দ্বিজঃ ॥ ২৭
অনাহিতাবসথ্যাগ্নিরাদায়ান্নং ঘৃতপ্লুতম্।
শাকলেন বিধানেন জুহুয়াল্লৌকিকেঽনলে ॥ ২৮
ব্যস্তাভির্ব্যাহৃতীভিশ্চ সমস্তাভিস্ততঃ পরম্।
ষড়্ভির্দ্দেবকৃতস্যেতি মন্ত্রবদ্ভির্যথাক্রমম্ ॥ ২৯
প্রাজাপত্যং স্বিষ্টকৃতং হুত্বৈবং দ্বাদশাহুতীঃ।
ওঙ্কারপূর্ব্বঃ স্বাহান্তস্ত্যাগঃ স্বিষ্টবিধানতঃ ॥ ৩০
ভুবি দর্ভান্ সমাস্তীর্য্য বলিকর্ম্ম সমাচরেৎ।
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইতি সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্য এব চ ॥
ভূতানাং পতয়ে চেতি নমস্কারেণ শাস্ত্রবিৎ।
দদ্যাদ্বলিত্রয়ঞ্চাগ্রে পিতৃভ্যশ্চ স্বধা নমঃ ॥ ৩১
পাত্রনির্ণেজনং বারি বায়ব্যাং দিশি নিক্ষিপেৎ।
উদ্ধৃত্য ষোড়শগ্রাসমাত্রমন্নং ঘৃতোক্ষিতম্ ॥ ৩৩
ইদমন্নং মনুষ্যেভ্যো হন্তেত্যুক্ত্বা সমুৎসৃজেৎ।
গোত্রনামস্বধাকারৈঃ পিতৃভ্যশ্চাপি শক্তিতঃ ॥ ৩৪
ষড়্ভ্যোঽন্নমন্বহং দদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবিধানতঃ।
বেদাদীনাং পঠেৎ কিঞ্চিদল্পং ব্রহ্মমখাপ্তয়ে ॥ ৩৫
ততোঽন্যদন্নমাদায় নির্গত্য ভবনাদ্বহিঃ।
কাকেভ্যঃ শ্বপচেভ্যশ্চ প্রক্ষিপেদ্গ্রাসমেব চ ॥ ৩৬
উপবিশ্য গৃহদ্বারি তিষ্ঠেদ্যাবন্মুহূর্ত্তকম্।
অপ্রমুক্তোঽতিথিং লিপ্সুর্ভাবশুদ্ধঃ প্রতীক্ষকঃ ॥ ৩৭
আগতং দূরতঃ শান্তং ভোক্তুকামমকিঞ্চনম্।
দৃষ্ট্বা সম্মুখমভ্যেত্য সৎকৃত্য প্রশ্রয়ার্চ্চনৈঃ ॥ ৩৮
পাদধাবনসম্মানাভ্যঞ্জনা[illegible]র্চ্চিতঃ।
ত্রিদিবং প্রাপয়েৎ সদ্যো যজ্ঞস্যাভ্যধিকোঽতিথিঃ ॥৩৯
কালাগতোঽতিথির্দৃষ্টবেদপারো গৃহাগতঃ।
দ্বাবেতৌ পূজিতৌ স্বর্গং নয়তোঽধস্ত্বপূজিতৌ ॥ ৪০
বিবাহ্যস্নাতকক্ষ্মাভৃদাচার্য্যসুহৃদৃত্বিজঃ।

নিয়মানুসারে পিতৃগণ তর্পিত হইলে পর অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া তর্পণকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আদিত্য ও মিত্রাবরুণ-নামঘটিত মন্ত্র দ্বারা জলমন্ত্রে কথিত দেবতাসকলকে পূজা করিবে। পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্যোপস্থান করিয়া ও দেবগণকে পূজা করিয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, ইন্দ্র, ওষধি, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু নামে জল সকলের অপবিত্রতা দূরীকরণপূর্ব্বক "যত্তে" ইত্যাদি মন্ত্র নমঃ শব্দোচ্চারণ ও নামোচ্চরণ করিবে; অনন্তর মুখ মার্জ্জন করিবে, এইরূপে স্নান করা উচিত। অনন্তর দ্বিজ, গৃহপ্রবেশ করিয়া আবসথ্য অনলে যথাবিধি চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ করিবে। যাহার আবসথ্য অগ্নি আহিত নাই, সেই দ্বিজ, ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক শাকল-বিধি-অনুসারে লৌকিক অগ্নিতে হোম করিবে। মিলিত ও পৃথক্কৃত সমস্ত ব্যাহৃতি দ্বারা এবং "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি ষট্‌মন্ত্রে যথাক্রমে আহুতি দিবে। অনন্তর প্রাজাপত্য স্বিষ্টকৃত হোম। ইহার দ্বাদশবার আহুতি দিবে। স্বিষ্টবিধি অনুসারে প্রথমে ওঙ্কার অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া আহুতি ত্যাগ করিবে। ভূতলে কুশ বিছাইয়া তদুপরি বলিকর্ম্ম করিবে। শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি, অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিয়া "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ" "সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ" এবং "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র দ্বারা অগ্রে বলিত্রয় প্রদান করিবে; পরে "পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ" বলিয়া দিবে। পাত্রপ্রক্ষালনজল বায়ুকোণে নিক্ষেপ করিবে। ষোড়শ গ্রাস মাত্র ঘৃতোক্ষিত অন্ন লইয়া "ইদমন্নং মনুষ্যেভ্যো হন্ত" বলিয়া দান করিবে। যথাশক্তি পিণ্ডপিতৃ-যজ্ঞানুসারে পিতৃ প্রভৃতি ছয়জনকে (তিন জন পিত্রাদি ও তিন জন মাতামহাদি) প্রত্যহ নাম, গোত্র ও স্বধা উচ্চারণপূর্ব্বক অন্নদান করিবে। ব্রহ্মযজ্ঞসিদ্ধির জন্য বেদাদির মধ্যে অল্প স্বল্প কিছু পাঠ করিবে। অনন্তর অন্য অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহবহির্ভাগে নির্গত হইয়া শ্বপচ ও কাকাদির জন্য গ্রাস নিক্ষেপ করিবে। পরে গৃহস্থ গৃহদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া শুদ্ধভাবে অতিথির প্রতীক্ষা করত মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি করিবে। বভুক্ষু শান্ত অকিঞ্চন অতিথি দূর হইতে আসিতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয়-পূজনে তাঁহাকে সম্মানিত করিবে। অতিথিকে পাদ প্রক্ষালন সম্মান-প্রদর্শন ও অভ্যঞ্জনাদি দ্বারা পূজা করিলে সদ্যঃ স্বর্গলাভে অধিকারী হয়। অতিথি, যজ্ঞ হইতেও অধিক। বৈশ্বদেবকালে সমাগত অতিথি এবং গৃহাগত বেদপারদর্শী ব্যক্তি,—ইহাঁরা উভয়ে উত্তম পূজিত হইলে কর্ত্তাকে স্বর্গ ও অপূজিত হইলে নরকগামী করেন। ২১—২৪। জামাতা প্রভৃতি বিবাহসম্পর্কীয়, স্নাতক, রাজা, আচার্য্য,

অর্ঘ্যা ভবন্তি ধর্ম্মেণ প্রতিবর্ষং গৃহাগতাঃ ॥ ৪১
গৃহাগতায় সংকৃত্য শ্রোত্রিয়ায় যথাবিধি ।
ভক্ত্যোপকল্পয়েদেকং মহাভাগং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪২
বিসর্জ্জয়েদনুব্রজ্য সুতৃপ্তশ্রোত্রিয়াতিথীন্ ।
মিত্রমাতুলসম্বন্ধিবান্ধবান্ সমুপাগতান্ ॥ ৪৩
ভোজয়েদ্গৃহিণো ভিক্ষাং সংকৃতাং ভিক্ষুকোঽর্হতি ।
স্বাদ্বন্নমশ্নন্নস্বাদু দদদ্গচ্ছত্যধোগতিম্ ॥ ৪৪
গর্ভিণ্যাতুরভৃত্যেষু বালবৃদ্ধাতুরাদিষু ।
বুভুক্ষিতেষু ভুঞ্জানো গৃহস্থোঽশ্নাতি কিল্বিষম্ ॥
নিমন্ত্রিতোঽপি নিন্দ্যোন্ন প্রত্যাখ্যানং দ্বিজোঽর্হতি ॥৪৬
শূদ্রাভিশস্তবার্দ্ধুষ্যবাগ্দুষ্টক্রূরতস্করাঃ ।
ক্রুদ্ধাপবিদ্ধবদ্ধোগ্রবধবন্ধনজীবিনঃ ॥ ৪৭
শৈলূষশৌণ্ডিকোন্মত্তোন্মত্তব্রাত্যব্রতচ্যুতাঃ ।
নগ্ননাস্তিকনির্লজ্জপিশুনব্যসনান্বিতাঃ ॥ ৪৮
কদর্য্যস্ত্রৈজিতানার্য্যপরবাদকৃতা নরাঃ ।
অনীশাঃ কীর্ত্তিমন্তোঽপি রাজদেবস্বহারকাঃ ॥ ৪৮
শয়নাসনসংসর্গবৃত্তকর্ম্মাদিদূষিতাঃ ।
অশ্রদ্দধানাঃ পতিতা ভ্রষ্টাচারাদয়শ্চ যে ॥ ৫০
অভোজ্যান্নাঃ স্যুরন্নাদো যস্য যঃ স্যাৎ স তৎসমঃ ।
নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ ॥ ৫১
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্ত্বান্নং নৈব দুষ্যতি ।
ধর্ম্মেণান্যোন্যভোজ্যান্না দ্বিজাস্তু বিদিতান্বয়াঃ ॥ ৫২
স্ববৃত্তোপার্জ্জিতং মেধ্যমাকরস্থমমাক্ষিকম্ ।
অশ্বলীঢমগোঘ্রাতমস্পৃষ্টং শূদ্রবায়সৈঃ ॥ ৫৩
অনুচ্ছিষ্টমসন্দুষ্টমপর্য্যুষিতমেব চ ।
অম্লানবাহ্যমন্নাদ্যমাদ্যং নিত্যং সুসংস্কৃতম্ ॥ ৫৪
কৃশরাপূপসংযাবপায়সং শষ্কুলীতি চ ।
নাশ্নীয়াদ্ব্রাহ্মণো মাংসমনিযুক্তঃ কথঞ্চন ॥ ৫৫
ক্রতৌ শ্রাদ্ধে নিযুক্তো বা অনশ্নন্ পততি দ্বিজঃ ।
মৃগয়োপার্জ্জিতং মাংসমভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৫৬
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশোন তৎ ক্রীত্বা বৈশ্যোঽপি ধর্ম্মতঃ ।
দ্বিজো জগ্ধা বৃথামাংসমভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৫৭
নিরয়েষক্ষয়ং বাসমাপ্নোত্যাচন্দ্রতারকম্ ।
সর্ব্বান্ কামান্ সমাসাদ্য ফলমশ্বমখস্য চ ॥ ৫৮

সুহৃৎ এবং ঋত্বিক্ ইঁহারা বৎসর বৎসর গৃহাগত হইলেও ধর্ম্মতঃ পূজনীয় হইবেন। গৃহাগত শ্রোত্রিয়কে যথাবিধি পূজিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক একটী গোরু নিবেদন করিবে, তৎপরে বিদায় দিবে। শ্রোত্রিয় অতিথিগণ সুতৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বিদায় দিবে। মিত্র, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও ভোজন করাইবে। যতি, গৃহস্থের সসম্মানে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বাদু অন্ন ভোজন করে, সে যদি অস্বাদু অন্ন দান করে, তাহা হইলে অধোগতি হয়। গার্ভিণী, আতুর, ভৃত্য, বালক ও জরাজীর্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ক্ষুধার্ত্ত থাকিতে গৃহস্থ ভোজন করিলে তাহার পাপ সংগ্রহ করা হয়। অনিমন্ত্রিত হইয়া কখন পাকাদি ভোজন বা ভোজন করিতে অভিলাষ করিবে না। আর দ্বিজ নিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। শূদ্র, অভিশস্ত, বার্দ্ধুষিক, বাগ্দুষ্ট, ক্রূর, তস্কর, ক্রুদ্ধ, অপবিদ্ধ, বদ্ধ, উগ্র, বধবন্ধনজীবী, শৈলূষ, শৌণ্ডিক, উদ্ধত, উন্মত্ত, ব্রাত্য, ব্রতচ্যুত, নগ্ন, নাস্তিক, নির্লজ্জ, পিশুন, বিপদ্গ্রস্ত, কৃপণ, স্ত্রৈজিত, অনার্য্য, পরনিন্দা-পরায়ণ, মনুষ্য, যশস্বী হইলেও পরাধীন মনুষ্য, রাজস্ব ও দেবস্বাপহারী, শয়ন আসন প্রভৃতি সংসর্গদোষ বা চরিত্র ও কর্ম্মাদিদোষে দূষিত, অশ্রদ্ধাশালী, পতিত এবং আচারভ্রষ্টাদির অন্ন অভোজ্য। যে যাহার অন্ন ভোজন করিবে, সে তাহার তুল্য পাপী। নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, দাস এবং গোপালক—শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না। পরিচিতবংশ দ্বিজগণ পরস্পরে ধর্ম্মতঃ পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে। নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত এবং সুরা ভিন্ন সকল আকরস্থিত খাদ্য পবিত্র; কুক্কুরে যাহা লেহন করে নাই, গোরুতে যাহার আঘ্রাণ লয় নাই, শূদ্র বা কাকে যাহা স্পর্শ করে নাই, যাহা উচ্ছিষ্ট, দুষ্ট, পর্য্যুষিত, ম্লান বা বহির্দ্দেশে আনীত নহে, সেই সুসংস্কৃত অন্নাদি প্রতিদিন ভোজন করিবে। কৃশর, অপূপ, সংযাব, পায়স এবং শষ্কুলীও ভোজ্য। নিযুক্ত না হইয়া ব্রাহ্মণ কোনরূপেই মাংস ভোজন করিবে না। কিন্তু যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভোজন না করে, তাহা হইলে পতিত হয়। ক্ষত্রিয় মৃগয়োপার্জ্জিত মাংস দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিয়া ভোজন করিতে পারিবে। বৈশ্য ধর্ম্মতঃ ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃদেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিবে। দ্বিজ বৃথামাংস ভোজন বা অবিধিপূর্ব্বক পশুহত্যা করিলে অনন্তকাল—চন্দ্র-তারকাস্থিতি পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। দ্বিজোত্তম মাংস ত্যাগ করিলে

মুনিসাম্যমবাপ্নোতি গৃহস্থোহপি দ্বিজোত্তমঃ।
দ্বিজভোজ্যানি গব্যানি মাহিষাণি পয়াংসি চ ॥ ৫৯
নির্দ্দশাসন্ধিসর্ব্বাঙ্গি বৎসরাণি পয়াংসি চ।
পলাণ্ডুশ্বেতবৃন্তাকরক্তমূলকমেব চ ॥ ৬০
গৃঞ্জনারুণবৃক্ষাসৃগ্ জতুগর্ভফলানি চ।
অকালকুসুমাদীনি দ্বিজো জগ্ধ্বা চরেৎ ॥ ৬১
বাগ্দূষিতমবিজ্ঞাতমন্যপীড়িতকারণাপি।
দৃতেভ্যোহন্নমদত্ত্বা চ তদন্নং গৃহিণো দহেৎ ॥ ৬২
হৈমরাজতকাংশ্যেষু পাত্রেষদ্যাৎ সদা গৃহী।
তদভাবে সাধগন্ধলোধ্রদ্রুমলতাসু চ ॥ ৬৩
পলাশপদ্মপত্রেষু গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি।
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব শ্রেয়ো যদ্ভোক্তুমর্হতি ॥ ৬৪
অভ্যুক্ষ্যান্নং নমস্কারৈর্ভুবি দদ্যাদ্বলিত্রয়ম্।
ভূপতয়ে ভুবঃ পতয়ে ভূতানাং পতয়ে তথা ॥ ৬৫
অপঃ প্রাশ্য ততঃ পশ্চাৎ পঞ্চ প্রাণাহুতিক্রমাৎ।
স্বাহাকারেণ জুহুয়াচ্ছেষমদ্যাদ্‌যথাসুখম্
অনন্যচিত্তো ভুঞ্জীত বাগ্‌যতোহন্নমকুৎসয়ন্।
আ তৃপ্তেরন্নমশ্নীয়াদক্ষুণ্ণঃ পাত্রমুৎসৃজেৎ ॥ ৬৭
উচ্ছিষ্টমন্নমুদ্ধৃত্য গ্রাসমেকং ভুবি ক্ষিপেৎ।
আচান্তঃ সাধুসঙ্গেন সদ্বিদ্যাপঠনেন চ ॥ ৬৮
বৃদ্ধবৃদ্ধকথাভিশ্চ শেষাহমতিবাহয়েৎ।
সায়ং সন্ধ্যামুপাসীত হুত্বাগ্নিং ভৃত্যসংযুতঃ ॥ ৬৯
আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বমশ্নীয়াদন্বহং দ্বিজঃ।
সায়মপ্যতিথিঃ পূজ্যো হোমকালাগতোহনিশম্ ॥ ৭০
শ্রদ্ধয়া শক্তিতো নিত্যং শ্রুতং হন্যাদপূজিতঃ।
নাতিতৃপ্ত উপস্পৃশ্য প্রক্ষাল্য চরণৌ শুচিঃ ॥ ৭১
অপ্রত্যগুত্তরশিরাঃ শয়ীত শয়নে শুভে।
শক্তিমানুদিতে কালে স্নানং সন্ধ্যাং ন হাপয়েৎ ॥ ৭২
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদ্ধিতমাত্মনঃ।
শক্তিমান্ মতিমান্ নিত্যং বৃত্তমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

ইতি ব্যাসকৃতং শাস্ত্রং ধর্ম্মসারসমুচ্চয়ম্।
আশ্রমে যানি পুণ্যানি মোক্ষধর্ম্মাশ্রিতানি চ ॥ ১
গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃপুনঃ।

তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধি, অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ ও গৃহস্থ হইলেও মুনিতুল্যতা প্রাপ্তি হয়। গব্য ও মাহিষ্য দুগ্ধ দ্বিজগণের ভোজ্য। কিন্তু উহা নির্দ্দশাহা অসন্ধিনী ও সবৎসার দুগ্ধ হওয়া চাই। পলাণ্ডু, শ্বেত বার্ত্তাকু, রক্তমূলক বস্তু, গৃঞ্জন, রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস, জতুগর্ভ ফল ও অকালকুসুমাদি ভোজন করিলে দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে। যে অন্ন বাক্যদূষিত অবিজ্ঞাত অন্যপীড়াকারী এবং যাহা প্রাণিগণ-উদ্দেশে প্রদত্ত হয় নাই, তাহা ভুক্ত হইলে গৃহিগণকে দগ্ধ করে। গৃহী সর্ব্বদা স্বর্ণময়, রজতময়, বা কাংস্যময় পাত্রে ভোজন করিবে। তদভাবে সুগন্ধযুক্ত লোধ্র বৃক্ষ, লতা, পলাশপত্র বা পদ্মপত্রে—গৃহস্থ, ভোজন করিতে পারিবে। ব্রহ্মচারী ও যতি, যাহাতে উচিত তাহাতে ভোজন করিবেন। অন্ন অভ্যুক্ষণ-পূর্ব্বক অন্তে নমঃশব্দযোগ করিয়া "ভূপতয়ে ভুবঃ পতয়ে ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভূতলে বলিত্রয় প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ গণ্ডূষ করিয়া পঞ্চপ্রাণাহুতি ক্রমে স্বাহা-শব্দ উচ্চারণ করত হোম করিবে; অবশিষ্ট অন্ন যথাসুখে ভোজন করিবে। নিন্দা না করিয়া অনন্যমনে তুষ্ণীম্ভাবে অন্ন ভোজন করিবে। যতক্ষণ তৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ অক্ষুন্ন-ভাবে অন্ন ভোজন করিবে। তৎপরে পাত্র পরিত্যাগ করিবে। উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া এক গ্রাস ভূতলে নিক্ষেপ করিবে। পরে আঁচাইয়া সাধুসঙ্গ, সদ্বিদ্যা-অধ্যয়ন, ইতিহাস ও প্রাচীন কথা-পর্য্যালোচনায় দিবাশেষ অতিবাহিত করিবে। পরে সায়ংসন্ধ্যা-উপাসনা ও অগ্নিতে আহুতি দিবে। দ্বিজ প্রত্যহ গণ্ডূষ করিয়া পোষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ভোজন করিবে। সায়ং হোমকালে আগত অতিথিও যথাশক্তি শ্রদ্ধানুসারে অবশ্য পূজ্য। পূজা না করিলে সেই অতিথি তাহার পুণ্য হরণ করেন। অতিতৃপ্ত না হইয়াই আঁচাইবে; চরণ প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে; পশ্চিম বা উত্তর শিওর না হইয়া শুভ শয্যাতে শয়ন করিবে। শক্তিসত্ত্বে যথোক্তকালে স্নান-সন্ধ্যাত্যাগ করিবে না। ব্রাহ্ম-মূহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিজহিত চিন্তা করিবে। সমর্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নিত্য এইরূপ কার্য্য করিবে। ৫১—৭১।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

এই ব্যাসকৃত শাস্ত্র ধর্ম্মের সারসমূহ-যুক্ত—চারি আশ্রমে মোক্ষ এবং ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া সমস্ত পুণ্য কার্য্য

সর্ব্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্তু পালয়েৎ ॥ ২
গুরুভক্তো ভৃত্যপোষী দয়াবাননসূয়কঃ।
নিত্যজাপী চ হোমী চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩
স্বদারে যস্য সন্তোষঃ পরদারনিবর্ত্তনম্।
অপ্রবাদোঽপি নো যস্য তস্য তীর্থফলং গৃহে ॥ ৪
পরদারান্ পরদ্রব্যং হরতে যো দিনে দিনে।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকেণ পাপং তস্য ন নশ্যতি ॥ ৫
গৃহেষু সবনীয়েষু সর্ব্বতীর্থফলং ততঃ।
অন্নদস্য ত্রয়ো ভাগাঃ কর্ত্তা ভাগেন লিপ্যতে ॥ ৬
প্রতিশ্রয়ং পাদশৌচং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণম্।
ন পাপং সংস্পৃশেত্তস্য বলিভিক্ষাং দদাতি যঃ ॥ ৭
পাদোদকং পাদঘৃতং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্।
যো দদাতি ব্রাহ্মণেভ্যো নোপসর্পতি তং যমঃ ॥ ৮
বিপ্রপাদোদকক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরোঽমৃতম্ ॥ ৯
যৎ ফলং কপিলাদানে কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
তৎ ফলং ঋষয়ঃ শ্রেষ্ঠা বিপ্রাণাং পাদশৌচনে ॥ ১০
স্বাগতেনাগ্নয়ঃ প্রীতা আসনেন শতক্রতুঃ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ ॥ ১১
মাতাপিত্রোঃ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১২
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহ এব বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ ॥ ১৩
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেদারং সন্নিহত্য তথৈব চ।
এতানি সর্ব্বতীর্থানি কৃত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ চাতুর্ব্বর্ণস্য ভো দ্বিজাঃ।
দানধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি যথা ব্যাসেন ভাষিতম্ ॥ ১৫
যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যো যচ্চাশ্নাতি দিনে দিনে।
তচ্চ বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাভিরক্ষতি ॥ ১৬
যদ্দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনো ধনম্।
অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ১৭
কিং ধনেন করিষ্যন্তি দেহিনোঽপি গতায়ুষঃ।
যদ্বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছন্তস্তচ্ছরীরমশাশ্বতম্ ॥ ১৮
অশাশ্বতানি গাত্রাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৯

রহিয়াছে। গৃহস্থাশ্রম হইতে (অন্য আশ্রমে) শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহা পুনঃপুনঃ ব্যাসদেব কহিয়াছেন। যে গৃহস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রমতে (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম) প্রতিপালন করে, তাহার সকল তীর্থগমনের ফল হয়। যে গৃহস্থ গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান, ভৃত্যবর্গের প্রতিপালক, দয়ালু, অসূয়াশূন্য, নিত্যজপশীল, নিত্যহোমী, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়, যাহার নিজ দয়াতেই সন্তোষ (আছে), পরদারগমনবিরত এবং যাহার কোন অপবাদ নাই, সে গৃহস্থের গৃহে বসিয়াই তীর্থফল লাভ হয়। যে গৃহস্থ প্রতিদিন পরদার এবং পরদ্রব্য হরণ করে, সে সকল তীর্থে স্নান করিলেও তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় দান, পাদপ্রক্ষালন, তাঁহাদিগের তৃপ্তিজনক কার্য্য; বলিবৈশ্ব এবং ভিক্ষা প্রদান করে, তাহার পাপস্পর্শ হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, পাদুকা, দীপপ্রদান, অন্নদান ও আশ্রম দান করে, যমরাজ তাহার নিকট আসিতে পারেন না। যে গৃহস্থের গৃহে ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনজল দ্বারা পৃথিবী যতকাল আর্দ্র হইয়া থাকিবেন, তাহার পিতৃলোক তাবৎ কাল পুষ্করপাত্রে অমৃত পান করিবেন। হে ঋষিসত্তমগণ! কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কপিলাগাভী প্রদান করিলে যে ফল হয়, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিলে সেই ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নিদেব প্রীত হন, আসন দান করিলে ইন্দ্র প্রীত হন, পাদপ্রক্ষালন করাইলে পিতৃগণ প্রীত হন, অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি প্রীত হন। মাতা পিতা হইতে প্রধান তীর্থ গঙ্গা, বিশেষতঃ গো সকল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ হয় নাই এবং হইবেন না। ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে যে মনুষ্য বাস করে, তাহার সেই গৃহে বসিয়াই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, হরিদ্বার, গঙ্গা এবং কেদারনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ সন্নিহিত হয় ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে দ্বিজগণ! ব্যাস মুনি যে প্রকার বলিয়াছেন, তদনুসারে চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের দান-ধর্ম্ম বলিতেছি। যে ধন প্রতিদিন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া হয় এবং যে ধন নিজে ভোগ করে, সে ধনকেই ধন বলিয়া আমি মানি। যাহা দান কি ভোগ করা হয় না, তাহা যক্ষ যেমন কোন ব্যক্তির ধন রক্ষা করিয়া যায় অথচ আপনি ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ জানিবে। যে ধন দাতব্য হয় ও দারাদি ভোগ্য বস্তু ভোগ করে, ধনী ব্যক্তির সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য, অদাতা অভোক্তা হইয়া মৃত ব্যক্তির ধন এবং পত্নী দ্বারা অন্য লোকে স্বকার্য্য সাধন করে। ধন রাখিয়া যে ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহার ধন দ্বারা আত্মার কি উপকার করিবে? ধন ভোগ করিয়া

যদি নাম ন ধর্ম্মায় ন কামায় ন কীর্ত্তয়ে।
যৎ পরিত্যজ্য গন্তব্যং তদ্ধনং কিং ন দীয়তে ॥ ২০
জীবন্তি জীবিতে যস্য বিপ্রা মিত্রাণি বান্ধবাঃ।
জীবিতং সফলং তস্য আত্মার্থে কো ন জীবতি ॥২১
পশবোঽপি হি জীবন্তি কেবলাত্মোদরম্ভরাঃ।
কিং কায়েন সুগুপ্তেন বলিনা চিরজীবিনঃ ॥ ২২
গ্রাসাদর্দ্ধমপি গ্রাসমর্থিভ্যঃ কিং ন দীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি ॥ ২৩
অদাতা পুরুষস্ত্যাগী ধনং সন্ত্যজ্য গচ্ছতি।
দাতারং কৃপণং মন্যে মৃতোঽপ্যর্থং ন মুঞ্চতি ॥ ২৪
প্রাণনাশস্তু কর্ত্তব্যো যঃ কৃতার্থো ন সো মৃতঃ।
অকৃতার্থস্তু যো মৃত্যুং প্রাপ্তঃ খরসমো হি সঃ ॥ ২৫
অনাহূতেষু যদ্দত্তং যচ্চ দত্তমযাচিতম্।
ভবিষ্যতি যুগস্যান্তস্তস্যান্তো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬
মৃতবৎসা যথা গৌশ্চ কৃষ্ণা লোভেন দুহ্যতে।
পরস্পরস্য দানানি লোকযাত্রা ন ধর্ম্মতঃ ॥ ২৭
অদৃষ্টে চাশুভে দানং ভোক্তা চৈব ন দৃশ্যতে।
পুনরাগমনং নাস্তি তত্র দানমনন্তকম্ ॥ ২৮
মাতাপিতৃষু যদ্দদ্যাদ্ভ্রাতৃষু শ্বশুরেষু চ।
জায়াপত্যেষু যদ্দদ্যাৎ সোঽনন্তঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥ ২৯
পিতুঃ শতগুণং দানং সহস্রং মাতুরুচ্যতে।
ভগিন্যাং শতসাহস্রং সোদরে দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৩০
অহন্যহনি দাতব্যং ব্রাহ্মণেষু মুনীশ্বরাঃ।
আগমিষ্যতি যৎ পাত্রং তৎ পাত্রং তারয়িষ্যতি ॥ ৩১
কিঞ্চিদ্বেদময়ং পাত্রং কিঞ্চিৎ পাত্রং তপোময়ম্।
পাত্রাণামুত্তমং পাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে ॥ ৩২
যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চাপি গুণান্বিতঃ।
গুণান্বিতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ॥ ৩৩
দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রহ্মস্বহরণেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
জ্বলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য ন হি ভস্মনি হূয়তে ॥ ৩৫
সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ হন্ত্যাত্রিপুরুষং কুলম্ ॥ ৩৬

যে শরীর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে শরীরই অস্থায়ী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অনিত্য এবং ধন সম্পত্তিও অস্থায়ী; সর্ব্বদা মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন (প্রতিদিন) কর্ত্তব্য। যদি ধনসম্পত্তি ধর্ম্মের নিমিত্ত কিংবা অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অথবা যশের নিমিত্ত না হয়, যে ধন ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিতে হইবে, সে ধন কি নিমিত্ত দান করিবে না? (পরন্তু অবশ্যই দাতব্য)। যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে বিপ্রগণ, বন্ধু এবং বান্ধবগণ জীবিত থাকেন অর্থাৎ যাহার ধনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদিগণ প্রতিপালিত হন, তাহার জীবন সার্থক; আত্মোদর পোষণ সকলেই করিয়া থাকে। পশু পক্ষীরাও কেবল আপনার উদর পূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, (যে ব্যক্তি ধনদানাদি সৎকার্য্য না করে) তাহার উত্তমরূপে শরীর রক্ষা করিয়া কিংবা বলবান্ হইয়াই বা কি ফল? চিরজীবী হইয়াই বা কি ফল? অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ ব্যর্থ। (যদি ধন সম্পত্তি না থাকে) নিজ খাদ্য বস্তু হইতে অর্দ্ধগ্রাসও অর্থিগণকে দিবে, ইচ্ছার অনুরূপ ধনসম্পত্তি কাহার কোন্ কালে হইয়া থাকে? অদাতা যে পুরুষ সে-ই ত্যাগশীল, যে হেতু সে, ধন ভোগ বা দান না করিয়া, মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিয়া যায় (অতএব সেই ত্যাগী); যে ব্যক্তি ধন দান করে, সে-ই কৃপণ বলিয়া গণ্য, যেহেতু মরিয়াও ধন ত্যাগ করে না, অর্থাৎ ধনের ফল যে ভোগ তাহা লাভ করে, স্বর্গাদি ফল পাইয়া থাকে, দাতার পক্ষে ধন একেবারে ত্যক্ত হয় না। (একদিন অবশ্যই) প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু অনাহূত-ব্যক্তিকে যে দান করা, অপ্রার্থিত হইয়া যে দান করা, সে দানই মুখ্য দান। দেখ যুগচতুষ্টয়েরও বিপর্য্যয় হয়, কিন্তু অপ্রার্থিত হইয়া অনাহূত ব্যক্তিকে দানকরিলে তাহার অন্ত কোন কালেও হয় না। ১—২৬। মৃতবৎসা কৃষ্ণা গাভী যেমন লোভেতে দোহন করিলে পর তাহার দুগ্ধাদি দ্বারা দৈবাদি কার্য্য হয় না, (পরস্পর বিনিময়পূর্ব্বক) পরস্পরকে দানে কোন ফল হয় না, কেবল লোকাচার রক্ষা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পুণ্য হয় না। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, পত্নী এবং সন্তানগণকে দান করিলে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পিতাকে দান করিলে শতগুণ ফল, মাতাকে দান করিলে সহস্রগুণ ফল হয়, ভগিনীকে দান করিলে লক্ষগুণ, সহোদরকে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়। হে মুনীশ্বরগণ! দিন দিন ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, দানগ্রহণার্থ যে পাত্র উপস্থিত হইবে, সেই পাত্রই তারণ করিবে। যাহার গৃহসমীপে মূর্খ ব্যক্তি বাস করে, গুণবান্ ব্যক্তি দূরে বাস করে, সে ব্যক্তি দূরস্থ গুণবান্ ব্যক্তিকেই দান করিবে। নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে এতাদৃশ বিপ্র ত্যাগ করিয়া অন্য

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥ ৩৭
গ্রামস্থানং যথা শূন্যং যথা কূপশ্চ নির্জ্জলঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥ ৩৮
ব্রাহ্মণেষু চ যদ্দত্তং যচ্চ বৈশ্বানরে হুতম্।
তদ্ধনং ধনমাখ্যাতং ধনং শেষং নিরর্থকম্॥ ৩৯
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
সহস্রগুণমাচার্য্যে হ্যনন্তং বেদপারগে॥ ৪০
ব্রহ্মবীজসমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতঃ।
জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেদ্‌ব্রাহ্মণঃ সমঃ॥ ৪১
গর্ভাধানাদিভির্ম্মন্ত্রৈর্ব্বেদোপনয়নেন চ।
নাধ্যাপয়তি নাধীতে স ভবেদ্‌ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥ ৪২
অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ বেদমধ্যাপয়েচ্চ যঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥ ৪৩
ইষ্টিভিঃ পশুবন্ধৈশ্চ চাতুর্ম্মাস্যৈস্তথৈব চ।
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্যেন চেষ্টং স ইষ্টবান্॥ ৪৪
মীমাংসতে চ যো বেদান্ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ সবিস্তরৈঃ।
ইতিহাসপুরাণানি স ভবেদ্বেদপারগঃ॥ ৪৫
ব্রাহ্মণা যেন জীবন্তি নান্যো বর্ণঃ কথঞ্চন।
ঈদৃক্‌পথমুপস্থায় কোঽন্যস্তং ত্যক্তুমুৎসহেৎ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণঃ স ভবেচ্চৈব দেবানামপি দৈবতম্।
প্রত্যক্ষঞ্চৈব লোকস্য ব্রহ্মতেজো হি কারণম্॥ ৪৭
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিষ্কর্করমণ্টকম্।
বাপয়েৎ তত্র বীজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকী॥ ৪৮
সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনম্।
সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিনশ্যতি॥ ৪৯
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গৃহমাগতে।
ক্রীড়ন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা যাস্যামঃ পরমাং গতিম্॥ ৫০
নষ্টশৌচে ব্রতভ্রষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।

ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে ও দান করিলে, তিন কুল নষ্ট হয়। যেরূপ কাষ্ঠময় হস্তী বহনাদি কার্য্যে অক্ষম, কেবলমাত্র নামে হস্তী বলিয়া থাকে এবং চর্ম্মময় মৃগ যেমন তৃণাদিভক্ষণে অসমর্থ, লোকে মৃগ বলিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন-বিরত, সে ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। প্রাণিশূন্য গ্রাম এবং জলশূন্য কূপ যেমন কোন কার্য্যকরী নহে, নামধারী মাত্র; সেইরূপ। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে না, সে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহাদিগকে দান করিলে যথোক্ত ফল হয় না। সংস্কৃত অগ্নিতে হুত ঘৃত যেরূপ সার্থক হয়, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে ধন দত্ত হয়, সেই ধনই সার্থক ধন জানিবে, তদ্ভিন্ন যে ধন তাহা নিরর্থক জানিবে। সম ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল হয়, ব্রুব ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়। আচার্য্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে সহস্রগুণ ফল, বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দানে অনন্ত ফল হয়। ব্রাহ্মণশুক্র দ্বারা উৎপন্ন হইয়াও গায়ত্র্যাদি জপ করে না অথচ ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া উদর পোষণ করে, সেই ব্রাহ্মণকে সমব্রাহ্মণ বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ সন্তানের যথাশাস্ত্র গর্ভাধানাদি সংস্কার হইয়াছে, উপনয়ন ও বেদারম্ভ রীতিমত হইয়াছে; কিন্তু নিজে বেদাধ্যয়ন কি তাহার অধ্যাপনা করে না, সে ব্রাহ্মণকে ব্রুব ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোম করে ও তপঃপরায়ণ এবং সকল্প ও সরহস্য বেদশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকে; সে ব্রাহ্মণকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে। যিনি যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিয়া থাকেন, বিস্তৃতষড়ঙ্গ শাস্ত্র এবং চতুর্ব্বেদ, বিবাদ উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া তাহার যথার্থ অভিপ্রায় স্থির করিতে পারেন; ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র নিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন, এই ব্রাহ্মণই বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ হইবেন। ব্রাহ্মণ যে কার্য্য-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। অন্য বর্ণের পক্ষে কোন ক্রমেই তাহা অবলম্বনীয় নহে। ফলে, কেই বা ঐরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে? যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি দেবগণেরও দৈবত এবং লোক প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-তেজঃ-স্বরূপ। ব্রাহ্মণগণের মুখরূপ যে ক্ষেত্র, তাহাতে কাঁকর বা কণ্টক নাই, যে কৃষিব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সৎপাত্রে ধন দান করিবে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত যে বীজ এবং সৎপাত্রে দত্ত যে ধন এই দুইটি কথনই নিষ্ফল হয় না। বিদ্যা এবং বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি (ভিক্ষা করিতে গৃহস্থের) গৃহে আগমন করে, তাহা হইলে সমস্ত ওষধিগণ ক্রীড়া করেন অর্থাৎ হর্ষান্বিত হন,—অদ্য আমরা পরম গতি পাইব। শৌচাচাররহিত, ব্রতভ্রষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি বেদসম্পর্ক-বিবর্জ্জিত এতাদৃশ

দীয়মানং রুদত্যন্নং ভয়াদ্বৈ দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৫১
প্রীতিপূর্ণমুখং বিপ্রং সুভুক্তমপি ভোজয়েৎ।
ন চ মূর্খং নিরাহারং ষড়্‌রাত্রমুপবাসিনম্ ॥ ৫২
যানি যস্য পবিত্রাণি কুক্ষৌ তিষ্ঠন্তি ভো দ্বিজাঃ।
তানি তস্য প্রযোজ্যানি ন শরীরাণি দেহিনাম্ ॥ ৫৩
যস্য দেহে সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ ॥ ৫৪
যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে বেদবিদ্বিপ্রঃ স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ।
দাতুঃ ফলমসংখ্যাতং প্রতিজন্ম তদক্ষয়ম্ ॥ ৫৫
হস্ত্যশ্বরথযানানি কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।
অহং নেচ্ছামি মুনয়ঃ কল্পিতাঃ শস্যসম্পদঃ ॥ ৫৬
বেদলাঙ্গলকৃষ্টেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠেষু সৎসু চ।
যৎ পুরা পাতিতং বীজং তস্যৈতাঃ শস্যসম্পদঃ ॥ ৫৭
শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ।
বক্তা শতসহস্রেষু দাতা ভবতি বা ন বা ॥ ৫৮
ন রণে বিজয়াচ্ছূরোঽধ্যয়নান্ন চ পণ্ডিতঃ।
ন বক্তা বাক্‌পটুত্বেন ন দাতা চার্থদানতঃ ॥ ৫৯
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে শূরো ধর্ম্মং চরতি পণ্ডিতঃ।
হিতপ্রিয়োক্তিভির্বক্তা দাতা সম্মানদানতঃ ॥ ৬০

যস্ত্বেকপঙ্‌ক্ত্যাং বিষমং দদাতি
স্নেহাদ্ভয়াদ্বা যদি বার্থহেতোঃ।
বেদেষু দৃষ্টং ঋষিভিশ্চ গীতং
তদ্‌ব্রহ্মহত্যাং মুনয়ো বদন্তি ॥ ৬১

ঊষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডেষু গোদুহম্।
হুতং ভস্মনি হব্যঞ্চ মূর্খে দানমশাশ্বতম্ ॥ ৬২
মৃতসূতকপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহমেবং ন জানামি কাং যোনিং স গমিষ্যতি ॥ ৬৩
শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যদি কশ্চিন্ম্রিয়েত যঃ।

ব্রাহ্মণকে দত্ত অন্নাদি ভীত হইয়া রোদন করে এবং বিবেচনা করে যে, আমরা কি পাপ করিয়াছিলাম। ২৭—৫১। বেদাদি শাস্ত্র আলোচনাদ্বারা যাহার মুখ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ না থাকে, তাহাকে যত্ন করিয়াও ভোজনাদি করাইবে। বেদাধ্যয়নাদিশূন্য ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে না পায়, ছয় রাত্রি উপবাসী থাকে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। (অতএব ব্রাহ্মণগণের বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য জানিবে।) হে দ্বিজগণ! পবিত্র বস্তু যাহার উদরে থাকে অর্থাৎ সেই সেই বস্তু তাহাকে দিবে, যে ব্রাহ্মণের দেহেতে দত্ত হব্য (দেবউদ্দেশে দত্ত ঘৃতাদির নাম হব্য) দেবগণ ভোজন করেন এবং পিতৃগণও যে ব্রাহ্মণের দেহে প্রদত্ত কব্য অর্থাৎ পিতৃগণ উদ্দেশে দত্ত বস্তু ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণ হইতে অতিশয় উত্তম পাত্র কি আছে অর্থাৎ কিছুই নাই। স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানযুক্ত অতএব পবিত্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে দ্রব্যাদি ভোজন বা গ্রহণ করিবেন, সেই দানাদির ফলের ইয়ত্তা নাই এবং তাহা বহুজন্মস্থায়ী, তাহার ক্ষয় হয় না। হে মুনিগণ! হস্তী, অশ্ব, রথ, এই যান দ্রব্য কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না; বলেন, এই শস্য সম্পত্তি কাহার অর্থাৎ অলীক। বেদরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, এতাদৃশ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বিদ্যমানে শতলোকের মধ্যে একজন বলবান হয়, এবং সহস্রলোকের মধ্যে এক জন পণ্ডিত হয়, লক্ষলোকের মধ্যে একজন বক্তা হয়, কিন্তু দাতা ব্যক্তি জন্মায় কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। রণজয়ী হইলে বলবান্ হয় না, অধ্যয়ন করিলেও পণ্ডিত হয় না, বহুতর কথা কহিতে পারিলেও বক্তা হয় না, কেবল অর্থদান করিলেই দাতা হয় না, (তবে কি প্রকারে হয় বলিতেছি) ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলেই শূর অর্থাৎ বলবান্ হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, সে-ই পণ্ডিত এবং যে ব্যক্তি হিত প্রিয়বাক্য বলে, সে ব্যক্তিই বক্তা এবং যে ব্যক্তি, সম্মানপূর্ব্বক দান করে, সেই ব্যক্তিই দাতা। যদি স্নেহপ্রযুক্ত বা ভয়প্রযুক্ত, অথবা অর্থলাভ নিমিত্ত এক পঙ্‌ক্তিতে (বহুতর সমবেত পঙ্‌ক্তিতে) বিষম দান করে অর্থাৎ কাহাকে অল্প ও কাহাকেও বা অধিক দান করে; তাহাতে ব্রহ্মহত্যাপাতক হয়, ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন এবং বেদেও দেখা গিয়াছে ও ঋষিগণ গান করিয়াছেন। অনুর্ব্বরভূমিতে রোপিত বীজ, ভগ্নপাত্রে স্থাপিত দুগ্ধ এবং ভস্মাহুত ঘৃত যেরূপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তিকে (অজ্ঞানী ব্যক্তিকে) দান করিলে সে দান নিষ্ফল হয়। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্নাদি দ্বারা যে দ্বিজ শরীর বর্দ্ধিত করে এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করে, সে দ্বিজ যে পরলোকে কোন্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, ব্যাসদেব বলিয়াছেন তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া যদি কোন দ্বিজ মৃত্যু লাভ

স ভবেৎ শূকরো নূনং তস্য বা জায়তে কুলম্॥ ৬৪
গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি সপ্ত জন্মানি শূকরঃ।
শ্বানশ্চ সপ্ত জন্মানি ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ॥ ৬৫
অমৃতং ব্রাহ্মণান্নেন দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রান্নং শূদ্রান্নান্নরকং ব্রজেৎ॥ ৬৬
যশ্চ ভুঙ্ক্তেঽথ শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে॥ ৬৭
যস্য শূদ্রা পচেন্নিত্যং শূদ্রা বা গৃহমেধিনী।
বর্জ্জিতঃ পিতৃদেবৈস্ত রৌরবং যাতি স দ্বিজঃ॥ ৬৮
ভাণ্ডসঙ্করসঙ্কীর্ণা নানাসঙ্করসঙ্করা।
যোনিসঙ্করসঙ্কীর্ণা নিরয়ং যান্তি মানবাঃ॥ ৬৯
পঙ্ক্তিভেদী বৃথাপাকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ॥ ৭০
ইদং ব্যাসকৃতং নিত্যমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
এতদুক্তাচারবতঃ পতনং নৈব বিদ্যতে॥ ৭১

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥৪॥

করে, সে পরলোকে শূকরযোনি প্রাপ্ত হইবে এবং সে ব্যক্তি হইতে জাত যে কুল তাহাদিগেরও উক্ত যোনিপ্রাপ্তি হইবে। দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র হইবে, সপ্ত-জন্ম শূকর ও কুক্কুর হইবে, মনু এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে দরিদ্র হইবে। বৈশ্যের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে শূদ্রের অন্ন প্রাপ্ত হইবে। শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে নরকপ্রাপ্ত হইবে। যে দ্বিজ একমাস ব্যাপিয়া অনবরত কেবল শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, মরিয়া কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজের শূদ্রা পাচিকা এবং শূদ্রা ধর্ম্মপত্নী, সে দ্বিজকে পিতৃগণ এবং দেবগণ পরিত্যাগ করেন এবং মরিয়া রৌরবনামক নরকে গমন করে। যে সকল মনুষ্য যে কোন জাতির সংস্পৃষ্ট পাত্রে অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করে ও যে সকল সংস্রব করিলে পতিত হইতে হয়, ঐ সকল সঙ্করজনক কার্য্য অনায়াসে করে, এবং যে স্ত্রীগমন করিলে সঙ্করজাতি হইতে হয়, ঐ সকল জাতির পত্নীতে সন্তানোৎপাদনাদি করে, সে সকল মনুষ্য নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পঙ্ক্তিভেদী, ব্রাহ্মণ এবং অতিথিগণের অর্চ্চনা-উদ্দেশ ব্যতীত কেবল আত্মোদরপূরণার্থ অন্নাদি পাক করে, অনবরত ব্রাহ্মণনিন্দা করে ও বেদবিক্রয়শীল এই পঞ্চ প্রকার কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। এই ব্যাস-দেববিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহ নরগণকর্ত্তৃক প্রতিদিন অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই ব্যাসবিরচিত শাস্ত্রোক্ত আচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পতন হয় না; অর্থাৎ এই শাস্ত্রোক্ত আচার করিলে ধর্ম্মের লাভ হয় এবং অধর্ম্মের সম্পর্ক হয় না। ৫২—৭১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

ব্যাসসংহিতা সমাপ্ত